Core Course
DSC 1D
Paper-IV: History of India (1707-1950 CE.)
Semester: 4

ইউনিট- VII.
Emergence &Growth of Nationalism with focus on Gandhian nationalism.
Study Material Prepared by Insan Ali

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করো । এটিকে কি ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে সৃষ্ট 'সেফটি ভাল্ব' বলা যায় ? *(Narrate the background of the formation of the Indian National Congress . Can it be regarded as the 'Safety Valve' for the British rule in India?)*

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে বিশেষত ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী কালে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের প্রকৃত চরিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে । ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শোষণ ও শাসনতান্ত্রিক দমন নীতির পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে । ব্রিটিশ শাসকগণ কর্তৃক অনুসৃত উগ্র বর্ণবিদ্বেষ শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে । ঐতিহাসিক Tara Chand এর মতে , " *এই ঘৃণ্য বৈষম্যমূলক নীতি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের বিরাগসৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল" ।*

পটভূমি

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে বিতর্ক আছে । (১) অনেকে মনে করেন যে , ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সম্মানে আয়োজিত ' দিল্লীদরবার ' এ সমবেত ভারতীয় প্রতিনিধিরা এই সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন । (২) লালা লাজপত রায় - এর মতে , তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা । Young India পত্রিকায় তিনি লিখেছেন , *" Congress was a product of Dufferin s brain . "* (৩) অ্যানি বেসান্ত দাবি করেছেন যে , জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব থিওজফিস্টদের প্রাপ্য । ১৮৮৪ - তে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে থিওজফিস্টরা এরকম একটি সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন । তবে এই মতগুলি যথেষ্ট যুক্তি বা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়নি ।

এ . ও . হিউমের ভূমিকা

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্য একটি দিকও ছিল । অপেক্ষাকৃত উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কিছু ইংরেজ আমলা ভারতের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে গভীর উদবেগ বোধ করছিলেন । তারা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে , শুধু দমনপীড়নের পথ গ্রহণ করলে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবৃত্তশ্রেণি আরও বেশি করে মুখ ফেরাবেন কৃষকসমাজ ও শ্রমজীবী মানুষের দিকে । সমগ্র ভারতবাসী জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ হলে ভারতে ইংরেজ শাসনের পতন অবশ্যম্ভাবী হবে । তাই ইংরেজদের উচিত হবে শিক্ষিত মধ্যবৃত্ত শ্রেণির শাসনসংস্কারের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা ও ভারতবাসীর মনে এই আস্থা এনে দেওয়া যে , ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে নয় , সহযোগিতার পথেই ভারতবাসীর দাবি বাস্তব রূপ পেতে পারবে । এই অবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবাসীর সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা করেন । জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বের ইংরেজ সভাপতি ওয়েডার বার্ন (W. Burn) — ' Father of Indian National Congress " গ্রন্থে লিখেছেন , " লর্ড লিটনের বড়লাট থাকার শেষদিকে হিউম এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে , ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতেই হবে । " ঐতিহাসিক আড়ুজ ও মুখার্জী তাদের গ্রন্থে স্বীকার করেছেন ,

" কংগ্রেসের জন্মের অব্যবহিত কাল পূর্বের বছরগুলি ছিল বিপজ্জনক । ইংরেজ প্রশাসকদের মধ্যে হিউমই এই বিপদের সঙ্কেত বুঝেছিলেন এবং তা রাোধে সচেষ্ট হয়েছিলেন । উনবিংশ শতকের শেষার্ধে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সংগঠন গড়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল । ড . পটুভি সীমারামাইয়া এই মত পাোষণ করেছেন যে , হিউম বড়াোলাট লর্ড ডাফরিনের আনুকূল্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন । অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে , জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবে ডাফরিনের মুখ্য ভূমিকা ছিল । কারণ , হিউম প্রথমে সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আলাোচনার জন্য সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের চিন্তা করেছিলেন । কিন্তু ডাফরিন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর গুরুত্ব দেন ।

হিউমের খোলা চিঠি

সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে হিউম ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১ লা মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উদ্দেশ্যের একটি খোলাচিঠি প্রকাশ করেন । এই চিঠিতে তিনি দেশের উন্নতিবিধানে শিক্ষিত সমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন । পরিশেষে দেশের রাজনৈতিক , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান । অতঃপর তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাোচনা করেন এবং তার পরিকল্পনার কথা ডাফরিনকে জানান । এমনকি এই উদ্দেশ্যে হিউম ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানকার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ করেন । ইতিমধ্যে তিনি ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন'নামে একটি সংস্থা গঠন করেছেন । পরিশেষে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পুনা শহরে তিনি পরিকল্পিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন । তিনি জাতীয় ইউনিয়নের সদস্যগণকে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যাোগ দিতে আহ্বান জানান । কিন্তু পুনরায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনস্থল বোম্বাইতে স্থানান্তরিত করা হয় ।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অবদান

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ' ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স'নামে একটি জাতীয় মহাসভা আহ্বান করেন । দেশের বিভিন্ন অংশের বহু প্রতিনিধি এতে যাোগদান করেন । জাতীয় আন্দোলনের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য এই সম্মেলনে একটি জাতীয় তহবিলও গড়ে তাোলা হয় । এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি । করে বৃহত্তর জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের পটভূমিকা তৈরি করে দেন । অবশেষে হিউমের কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হয় এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স কংগ্রেসের সাথে মিশে যায় । এইভাবে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শান্তিপূর্ণ ও আড়ম্বরহীন ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ।

নিরাপত্তা নিয়ামক

কোনো কোনো সমালোচকের মতে , হিউম সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি ভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন । এঁদের মতে , " কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি এবং একটি গাোপন ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি । " রজনী পাম দত্ত মনে করেন , প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগ ও পরিকল্পনার ফসল হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ভাইয়ের সাথে গাোপন ষড়যন্ত্রের ফসল এই সংস্থাগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ী করা এবং এই সংগঠনকে এদেশে ইংরেজ শাসনের নিরাপত্তার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা

> ***"..... the National Congress was in fact brought in to being through the initiative and under the guidance of direct British governmental policy , on a plan secretly pre - arranged with the viceroy , as an intended weapon for safe - guarding the British rule against the rising forces of popular tunrest and anti - British feeling . "***

অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসকে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে এক ' নিরাপদ নিয়ামক হিসেবে গঠন করা হয়েছিল । ওয়েডার বা তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন , " আমাদের ভ্রান্ত নীতির ফলে যে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ জমা হচ্ছিল , তা নিরাপদ খাতে প্রবাহিত করার জন্য একটি Safety Valve- এর প্রয়াোজন ছিল । সেদিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট সংস্থা হল নবজাত কংগ্রেস । " অ্যান্ড্রুজ ও মুখার্জীর মতেও , এই জাতীয় মঞ্চ গঠিত হবার ফলে একটি বিপ্লবী সহিংস পরিস্থিতি দানা বাঁধার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে গেল । স্বয়ং হিউমও কংগ্রেসের সম্মেলনে বক্তৃতা করতে উঠে একদা বলেছিলেন , " আমরা সবাই মহারানীর সন্তান এবং কেউই তার জুতাে বাঁধার যাোগ্য নই । আসুন তার নামে জয়ধ্বনি দিই । "

বিরুদ্ধ মত

আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে , কোনাোনা - কোনাে ভাবে ব্রিটিশ শাসনকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে হিউম কংগ্রেসের পরিকল্পনা করেছিলেন । তবে এ কাজে প্রত্যক্ষ সরকারি মদত ছিল কিনা তা তর্ক সপেক্ষ । কারণ

হিউমের সাথে ডাফরিনের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না । তা ছাড়া প্রথম থেকেই কংগ্রেসের গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ডাফরিনের সন্দেহ ছিল । তিনি কংগ্রেস সম্পর্কে অবজ্ঞাভরে মন্তব্য করেন যে , এটি বাবুশ্রেণির সংগঠন , বালক সুলভ সংস্থা ইত্যাদি । ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের এক ভোজসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি কংগ্রেস - নেতাদের " অণুবীক্ষণ দৃষ্ট সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি " বলে ব্যঙ্গ করেন । এমনকি কংগ্রেসের অস্তিত্বের অবসান কামনা করে তিনি বলেন যে , *" We cannot allow the congress to continue to exist ."* Touc taceae তিনি নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তিত্ব বলে মনে করতেন না । ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ডাফরিন হিউমকে ' ধূর্ত , বিকৃতমস্তিষ্ক , অহংসর্বস্ব ও সত্যের প্রতি উদাসীন ' বলে সমালোচনা করেন । কংগ্রেস গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি ইংরেজের হীন স্বার্থসিদ্ধি করা হত , তাহলে তিনি এ মন্তব্য করতেন না । এস.আর.মেহরোত্রার মতেও হিউম কোনো ষড়যন্ত্রের মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেননি । কংগ্রেসের মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীর আশা - আকাঙ্ক্ষাকে শান্তিপূর্ণ পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন ।

উপসংহার

বস্তুত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমস্ত কৃতিত্ব হিউমকে দেওয়াও বোধ হয় ঠিক নয় । প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অনিল শীল , অমলেশ ত্রিপাঠি প্রমুখ মনে করেন , কংগ্রেসের জন্ম কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় । এর জন্য একটা দীর্ঘ পটভূমি দরকার ছিল । সেই পটভূমি তৈরির কাজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা কোনো অংশেই কম ছিল না । হিউম না - থাকলেও একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন তখনই জন্ম নিত , তবে হয়তো তার নাম হত স্বতন্ত্র । হিউম এই সংগঠনের উদ্ভাবক হিসেবে পূর্ণ কৃতিত্ব পাওয়ার জন্যই কলিকাতার পরিবর্তে বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন । অথচ বাংলাদেশ , বিশেষত কলিকাতাই ছিল ভারতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র । যাই হোক , সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানকে গ্রহণ করে জাতীয় সম্মেলনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না - রেখে কংগ্রেসের সাথে মিশে যান ।